প্রকিউরমেন্ট অব মডার্ণ ইক্যুইপমেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিস ফর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (২য় সংশোধিত)
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত ঃ জুন, ২০১৩)

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ প্রকিউরমেন্ট অব মডার্ণ ইক্যুইপমেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিস ফর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (২য় সংশোধিত)।

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৩.০ বাস্ত্মবায়নকারী সংস্থা ঃ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

৪.০ প্রকল্পের বাস্ত্মবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্ত্মবায়নকাল		প্রকৃত বাস্ত্মবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্ত্মবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৩২৫০.০০ ৩২৫০.০০ (-)	৪৬০০.০০ ৪৬০০.০০ (-)	৪৪৮৩.০০ ৪৪৮৩.০০ (-)	জানুয়ারি, ১১ হতে জুন, ২০১২	জানুয়ারি, ১১ হতে জুন, ২০১৩	জানুয়ারি, ১১ হতে জুন, ২০১৩	-	১ বছর (৬৭%)

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্ত্মবায়ন	
		আর্থিক	বাস্ত্মব	আর্থিক (%)	বাস্ত্মব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
01.	Staff Salaries & allowance	7.90	3 Pers	7.81	3 Pers
02.	POL	216.49	Lot	216.20	Lot
03.	Office Stationary	5.40		5.40	Lot
04.	Training of Equipment/Facilities	4.00	50 Pers	4.00	50 Pers
05.	Honorarium/Fees/ Remuneration/ Advertisement	4.01	Lot	4.01	Lot
06.	Vehicle Registration	173.47	1016	78.45	1016
07.	Transportation of goods	20.00	Lot	-	-
08.	Vehicle, Generator and Water Purification Set/ Treatment Plant Maintenance and Accessories	87.00	Lot	87.00	Lot
09.	Computer and Office Equipment Maintenance	2.00	Lot	2.00	Lot
10.	Jeep (1998 cc)	58.50	01	58.50	01
11.	Desktop PC	0.80	02	0.80	02
12.	Printer	0.50	02	0.50	02
13.	Office Furniture	2.00	Lot	2.00	Lot
14.	Trucks Utility Light (Double Cab Type Pickup-1.5 ton)	1122.80	26	1122.80	26

15	Mechanical Store Handling Equipment (MHE)-1500 KG	1.89	05	1.89	05
16.	Laboratory Testing Facility	15.11	04	15.11	04
17.	Generator (6.5 KVA)	19.50	25	19.50	25
18.	Water Purificaton Set/Treatment Plant (2m3/hour)	111.28	04	111.28	04
19.	Prefabricated Accommodation Facility (20 Pers)	436.29	20	436.29	20
20.	Prefabricated Ablution Facility (3 Pers)	118.80	20	118.80	20
21.	Prefabricated Storage Facility (5000 KG)	108.16	16	108.16	16
22.	Landing Pontoom (Floating BOP/Base supporting-34 Persons)- along with tooing mooring gears and other allied facilities)	218.00	01	218.00	01
23.	Motor Cycle (150 cc)	1866.10	989	1864.265	989
	Total=	4600.00	-	4483.00	

৬.০ প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১ <u>প্রকল্পের পটভূমি</u> ঃ

ভারত ও মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ৪৪২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা রয়েছে। এর মধ্যে ভারতের সাথে রয়েছে ৩৯৭৬ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত ও নদী সীমান্ত ১৮০ কিলোমিটার। এর পাশাপাশি মায়ানমারের সাথে স্থল সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য ২০৮ কিলোমিটার ও নদী সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য ৬৩ কিলোমিটার। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর ১২টি সেক্টরের আওতায় কর্মরত ৪৭টি ব্যাটালিয়ন তাদের ন্যূনতম লজিস্টিক সাপোর্ট এর দ্বারা প্রতিবেশী দুই দেশের সাথে বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ সীমান্ত এলাকা সুরক্ষার পাশাপাশি মানব ও পণ্য পাচার রোধের দায়িত্ব পালন করে আসছে। প্রতিটি ব্যাটালিয়নে প্রায় ৮৪৭ জন জনবলকে ৫০০ হতে ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকায় তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হয়। অধিকাংশ সীমান্ত এলাকায় বিজিবি এর দায়িত্বরত জনবলের জন্য উপযুক্ত আবাসন, বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ খাবার পানিসহ জীবন যাপনের জন্য আবশ্যকীয় অন্যান্য উপকরণের মারাত্মক অভাব রয়েছে। স্থল ও নদী এলাকার সীমান্ত পাহারায় উপযুক্ত যানবাহনসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিরও অভাব প্রকট।

বিজিবি সদর দপ্তরে বিগত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখ সংঘটিত বিয়োগান্ত ঘটনার পর এ বাহিনীর পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

* বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে নিষিদ্ধ পণ্যের গমনাগমন প্রতিরোধ;

* সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যসহ বিভিন্ন পণ্যের চোরাচালান প্রতিরোধ করা;

* সীমান্ত দিয়ে মানব পাচার রোধ করা ;

* সীমান্তের সংঘটিত অপরাধ দমনে সহায়তা করা ;

* সীমান্তের অবস্থিত কাস্টমস/ট্যাক্স অফিসমূহকে সহায়তা দান এবং

* সীমান্ত দিয়ে 'ইমিগ্রেশন' এর কার্যক্রমে সহায়তা করা ইত্যাদি।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা** ঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে "প্রকিউরমেন্ট অব মডার্ণ ইক্যুইপমেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিস ফর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৮/১২/২০১০ তারিখে ৩২৫০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি) জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্ত্মবায়নের নিমিত্ত একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মূল অনুমোদিত প্রকল্পে ২৬টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ১টি জীপ, ২৫টি জেনারেট, ১৬টি স্টোরেজ কনটেইনার, ৪টি ওয়াটার পিউরিফিকেশন সেট/ট্রিটমেন্ট পস্ন্যান্ট, ২০টি প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড এ্যাকোমোডেশন, ২০টি এ্যাবলুশন ফ্যাসিলিটিসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ঠিক রেখে এবং ২টি আইটেম (৬টি ট্রাক ও ২টি ফর্ক লিফট) বাদ দিয়ে ৮৫০টি মোটর সাইকেল এবং পণ্য পরিবহন সেবা সংযোজন পূর্বক তা সংগ্রহের লক্ষ্যে ৪৬০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করে প্রকল্পটির ১ম সংশোধন গত ২৪/৭/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত ১ম সংশোধিত প্রকল্পে সংস্থানকৃত মোটর সাইকেল সংগ্রহকালে এ খাতে কিছু অর্থ অব্যয়িত থাকায় উক্ত অর্থ দ্বারা আরো ১৩৯টি মোটর সাইকেল সংগ্রহপূর্বক তা সীমান্তবর্তী দুর্গম বিওপি সমূহে সরবরাহ করার লক্ষ্যে প্রকল্পটি ২২/০৫/২০১৩ তারিখে ২য় সংশোধন করা হয়।

৭.৪ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা** ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ রাইফেলস কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্ত্মবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরম্ন	পর্যন্ত	
০১	লেঃ কর্ণেল মোঃ শাহাদাত হোসেন	১৩-০২-২০১১	০৯-০১-২০১৩	খন্ডকালীন
০২	লেঃ কর্ণেল ক্লা হেন মং	০৯-০১-২০১৩	৩০-০৬-২০১৩	খন্ডকালীন

৮.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গ ও তার বাস্তবায়ন** ঃ

৮.১ **প্রকল্প জনবলের বেতন ভাতা** ঃ প্রকল্পের ৩জন জনবলের বেতন ভাতা বাবদ বরাদ্দ ছিল ৭.৯০ লক্ষ টাকা, এর বিপরীতে এখাতে ব্যয় হয়েছে ৭.৮০ লক্ষ টাকা।

৮.২ **পিওএল (জ্বালানী ও মবিল)** ঃ পিওএল (জ্বালানী ও মবিল) খাতে বরাদ্দ ছিল ২১৬.৪৯ লক্ষ টাকা ইহার বিপরীতে খরচ হয়েছে ২১৬.২০ লক্ষ টাকা।

৮.৩ **ভেহিক্যাল রেজিস্ট্রেশন** ঃ ১০১৬ ভেহিক্যাল রেজিস্ট্রেশন বাবদ এখাতে বরাদ্দ ছিল ১৭৩.৪৭ লক্ষ টাকা উহার মধ্যে ব্যয় হয়েছে ৭৮.৪৫ লক্ষ টাকা।

৮.৪ **ট্রাক ইউটিলিটি লাইট (ডাবল কেবিল পিকআপ-১.৫ টন)** ঃ ২৬টি ট্রাক ইউটিলিটি লাইট (ডাবল কেবিল পিকআপ-১.৫ টন) এর অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ১১২২.৮০ লক্ষ টাকা, ইহার সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৮.৫ **ওয়াটার পিউরিফিকেশন সেট/ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট** ঃ ০৪টি ওয়াটার পিউরিফিকেশন সেট/ট্রিটমেন্ট পস্ন্যান্ট (প্রতি ঘন্টায় ২ কিউবিক মিটার) এর জন্য বরাদ্দ ছিল ১১১.২৮ লক্ষ টাকা, ইহার অনুকূলে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৮.৬ **প্রিফেব্রিকেটেড এ্যাকোমোডেশন ফ্যালিলিটি (প্রতিটি ২০ জনের)** ঃ প্রিফেব্রিকেটেড এ্যাকোমোডেশন ফ্যালিলিটি (প্রতিটি ২০ জনের) থাকার জন্য এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৩৬.২৯ লক্ষ টাকা, এর বিপরীতে উক্ত সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৮.৭ **প্রিফেব্রিকেটেড এ্যাবলুশন (প্রতিটি ৩ জনের)** ঃ ২০টি প্রিফেব্রিকেটেড এ্যাবলুশন (প্রতিটি ৩ জনের) জন্য এখাতে বরাদ্দ ছিল ১১৮.৮০ লক্ষ টাকা, এর সমুদয় অর্থই এখাতে ব্যয় হয়েছে।

৮.৮ **স্টোরেজ কনটেইনার (৫০০০ কেজি)** ঃ ১৬ টি স্টোরেজ কনটেইনার (৫০০০ কেজি) ক্রয় বাবদ বরাদ্দ ছিল ১০৮.১৬ লক্ষ টাকা, এর সমস্ত অর্থই এখাতে ব্যয় হয়েছে।

৮.৯ **ল্যান্ডিং পল্টুন** ঃ ০১টি ল্যান্ডিং পল্টুন বাবদ বরাদ্দ ছিল ২১৮.০০ লক্ষ টাকা। এর অনুকূলে সমুদয় অর্থ ব্যয় হয়েছে।

৮.১০ **মোটর সাইকেল (১৫০ সিসি)** ঃ ৮৫০টি (১৫০সিসি) মোটর সাইকেল ক্রয় বাবদ বরাদ্দ ছিল ১৮১০.৫০ লক্ষ টাকা কিন্তু মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে ৯৮৯টি এখাতে বরাদ্দের চেয়ে ৫৫.৬০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

৯.০ **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ

গত ১৬/৫/২০১৪ ও ২৪/০৫/২০১৪ তারিখে আইএমইডি'র সংশিস্নষ্ট পরিচালক কর্তৃক "প্রকিউরমেন্ট অব মডার্ণ ইক্যুইপমেন্ট এন্ড ফ্যাসিলিটিস ফর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের কক্সবাজার, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ অংশ পরিদর্শন করা হয়।

৯.১ **কক্সবাজার ব্যাটালিয়ন** ঃ

পরিদর্শনের সময় কক্সবাজার জেলায় ব্যটালিয়ন হেডকোয়ার্টার-এ প্রকল্পের সরবরাহকৃত ০৩টি, টেকনাফ ব্যটালিয়ন হেডকোয়ার্টার-এ ০৩টি এবং টেকনাফ ব্যাটালিয়ান হেডকোয়ার্টারে আওতায় নীলা বিওবিতে ০২টি ১৫০ সিসি ভারতে তৈরি মটর সাইকেল ব্যবহৃত হচ্ছে মর্মে দেখা যায়। মটর সাইকেলগুলি বিওপিতে কর্তব্যরত বিজিবি সদস্যরা ব্যবহার করছেন। তারা যে সকল এলাকা পর্যন্স্ব চলাচল করেন সে এলাকা পরিহার করে মাদক ব্যবসায়ীরা অন্যত্র মাদক চোরাচালান করে থাকে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের সীমান্স্বের অনেক অংশে/এলাকায় পাকা রাস্স্বা নেই। এছাড়া নাফ নদীতে মাছ ধরার জন্য অনেক নৌকা চলাচল করে। এ সকল নৌকার মধ্যে কতিপয় নৌকা রাতের আধারে বা গভীর রাতে ইয়াবা ট্যাবলেট, গাজা, হেরোইন, ফেনসিডিল ও নারী শিশু পাচারে লিপ্ত রয়েছে। কতিপয় নারী বোরকা পরে তার ভিতরে ফেনসিডিলসহ বিভিন্ন মাদক বহন করে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে দেয় বলে স্থানীয় লোকজন জানিয়েছেন। এলাকার দরিদ্র মহিলাদেরকে বিভিন্ন কৌশলে বা অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে এ ধরনের অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করছে একধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা। কতিপয় নৌকা দিনে মাছ ধরলেও রাতের বেলা মাছ ধরার নামে এ ব্যবসা করছে। কক্সবাজার ব্যাটালিয়ানে একটি ডাবল কেবিন পিকআপ চালু অবস্থায় দেখা গেছে। টহল ও দাপ্তরিক কাজে উক্ত গাড়ী ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যাটালিয়ন কমান্ডারসহ নীলাচল বিওপি থেকে ৩২ কিঃমিঃ পর্যন্স্ব নাফ নদী দিয়ে স্পীড বোটে টেকনাফ সদরে গমন করি। টেকনাফ ব্যাটালিয়নে অবস্থিত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্ন্যান্টটি পরিদর্শন করা হয়। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টটি একেবারে নতুন অবস্থায় দেখা গেছে। উক্ত মেশিনটি চালু অবস্থায় আছে। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্ন্যান্ট-এর যন্ত্রপাতিতে সুনির্দিষ্টভাবে নির্মাণকারী দেশের নাম, মেশিনের ধারণক্ষমতা মেশিনের রেজিস্ট্রেশন আইডি নম্বর ইত্যাদি দেখা যায়নি। পস্ন্যান্টের ভিতরে বিভিন্ন কোম্পানীর যন্ত্রপাতি স্থাপিত হয়েছে মনে হয়। তবে মেশিনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করার প্রবণতা কম। উক্ত বিওপির ব্যাটালিয়নের সদস্যা অন্য উৎস থেকেও বিশুদ্ধ পানি পান করছেন বলে জানান।

৯.২ **রাজশাহী ব্যাটালিয়ন** ঃ

রাজশাহী জেলায় অবস্থিত বিজিবির ব্যাটালিয়ান কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। বিভিন্ন বিওপিতে ব্যবহার করা মটর সাইকেল পরিদর্শন করা হয়। মটর সাইকেল চালু অবস্থায় দেখা যায়। পদ্মা নদীর পারে অবস্থিত বিওপি পরিদর্শন করা হয় যার নাম ইউসুফপুর। উক্ত বিওপির কোম্পানী কমান্ডার জানান যে, পদ্মানদীতে সারা দিনরাত ছোট বড় বিভিন্ন নৌকা মাছ ধরে। উক্ত নৌকাসমূহের মধ্যে কতিপয় নৌকা বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য যেমন- ফেনসিডিল, ইয়াবা ট্যাবলেট, গাজা ইত্যাদি চোরাচালানে লিপ্ত। রাজশাহীর ইউসুফপুর বিওপিতে কর্মরত কোম্পানী কমান্ডার জানান যে, উক্ত নৌকাসমূহে মাদকদ্রব্য চোরাচালানে যুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন সময় নৌকা তলস্নাশী চালানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। কিন্তু মাছ শিকারীরা এতে বাধা দেন। কারন উক্ত মাছ শিকারীরা অত্যন্স্ব দরিদ্র/অভাবী লোক। তারা এলাকার জনপ্রতিনিধিদের তথা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নিকট বিজিবির বিরন্নদ্ধে অভিযোগ করেন। ফলে প্রভাবশালীদের হস্স্বক্ষেপে তাঁরা তলস্নাশী কার্যক্রম সঠিকভাবে চালাতে পারেননা। এজন্য তারা নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে যথাযথ দিক নির্দেশনার জন্য অনুরোধ জানান। বিদ্যমান সামাজিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরিবর্তন ছাড়া এধরনের তৎপরতা বন্ধ করা সম্ভব নয় বলে তারা জানান। রাজশাহী ও চাপাই নবাবগঞ্জের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বর্তমানে মাদকাসক্ত ছেলে মেয়ের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায় এক শ্রেণীর লোক অত্যন্স্ব গোপনে রাতের অন্ধকারে ইয়াবা, হিরোইন, ফেনসিডিল ও গাজা সরবরাহ করে থাকে। ঔষধ বিক্রির ফার্মেসী, ছোট ছোট দোকান ঘর ইত্যাদিতে এসব মাদকদ্রব্য বিক্রি হয়। উক্ত এলাকার স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গামী মেয়েরাও ব্যাপকহারে এসকল মাদক সেবনে অভ্যস্থ হয়েছে। পথিমধ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত একজন ইন্সপেক্টরকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান এসকল অল্প বয়সী ছেলে-মেয়েরা মাদক সেবন করেন কি করেননা তা দেখা তার কাজ নয়। তার কাজ কি জিজ্ঞাসা করলে তিনি জানান যে, গোপন সংবাদ পেলে উক্ত মাদক উদ্ধার করে তা তারা বিনষ্ট করেন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মাদক দ্রব্যের অবাধ চোরাচালানের ফলে নতুন প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকর বিষয়টি সম্পর্কে তিনি তেমন একটা সচেতন নন। তাই মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের আরও ফলপ্রসু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৯.৩ চাপাইনবাবগঞ্জ ব্যটালিয়ন

চাপাই নবাবগঞ্জ ব্যটালিয়নে পরিদর্শনকালে প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ফেব্রিকেটেড ভবন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বিজিবির সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত বিজিবি সৈনিকদের সাময়িকভাবে বসবাসের জন্য উক্ত ভবন ব্যবহার করা হচ্ছে। ভবনের মান সন্তোষজনক দেখা গেছে। এ ভবন নির্মাণের ফলে প্রশিক্ষণ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে নিষিদ্ধ পণ্যের গমনাগমন প্রতিরোধ;	অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে বলে জানা গেছে।
সীমান্ত দিয়ে অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যসহ বিভিন্ন পণ্যের চোরাচালান প্রতিরোধ করা;	অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে বলে জানা গেছে।
সীমান্ত দিয়ে মানব পাচার রোধ করা ;	অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে বলে জানা গেছে।
সীমান্তে সংঘটিত অপরাধ দমনে সহায়তা করা ;	অনেকাংশে অর্জিত হয়েছে বলে জানা গেছে।
সীমান্তে অবস্থিত কাস্টমস/ট্যাক্স অফিসমূহকে সহায়তা দান এবং	অর্জিত হয়েছে।
সীমান্ত দিয়ে 'ইমিগ্রেশন' এর কার্যক্রমে সহায়তা করা ইত্যাদি।	অর্জিত হয়েছে।

১১.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অধিকাংশ অর্জিত হয়েছে। তবে সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত নদী যেমন- নাফ ও রাজশাহী সীমান্তে অবস্থিত নদীতে প্রচুর জেলে নৌকা দিয়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। এ বিষয়ে বিভিন্ন বিওপিতে সফরকালে কোম্পানী কমান্ডারগণ জানান যে, রাতের বেলা এসকল নৌকার মাধ্যমে ইয়াবা, ফেনসিডিল, হেরোইন, গাজা এমনকি নারী শিশু পাচার হয়ে থাকে। আবার ইয়াবা ট্যবলেটসহ ছোট আকৃতির মাদক বহনে অসহায় গরীব নারীদেরকে কৌশলে ব্যবহার করা হয়। উক্ত নারীদের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গে মাদক বেধে দিয়ে বোরকা পরিয়ে এ কাজে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন বিওপির কোম্পানী কমান্ডারগণ জানান যে, ইয়াবা, ফেনসিডিলসহ ধৃত লোক তথা বহনকারীকে ধরার পর কোর্টে চালান করা হলে তারা দ্রুত জামিনে বের হয়ে এসে টেলিফোনে (মোবাইল), চিরকুট ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দেন। যেমন- বিজিবি সদস্যকে বদলী জানে মেরে ফেলাসহ বিভিন্ন হুমকি ও কটুক্তি করে থাকেন। এলাকার এক ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক দলের পরিচয়েও অনেকে হুমকি প্রদান করেন। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে পুরোপুরি উদ্দেশ্য অর্জন পরিমাপ করা বা সরাসরি কোন মন্তব্য করা উচিত হয় বলে মনে হয়। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথা সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের দিক নির্দেশনা ও আরো নিবীড় কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন বলে তারা জানান।

১২.০ সমস্যা ঃ

১২.১ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের মর্ডান ইকুইপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় টেকনাফ ব্যাটালিয়নে পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে তা পুরোমাত্রায় ব্যবহার হচ্ছে না। পানি বিশুদ্ধকরনের জন্য সংগৃহীত যন্ত্রটির চারিপাশে দেয়াল নির্মাণ করা প্রয়োজন মর্মে পরিলক্ষিত হয়।

১২.২ পস্যান্টের ভিতরে স্থাপিত বিভিন্ন কোম্পানীর ছোট ছোট যন্ত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে কোন দেশের তৈরীর যন্ত্র তার নাম দেখা যায়নি।

১২.৩ কক্সবাজারের নীলাচল বিওপি হতে টেকনাফ পর্যন্ত যাতায়াতকালে নদীতে অসংখ্য নৌকা মাছ ধরতে দেখা যায়। যার কতিপয় নৌকা মাছ ধরার নামে হেরোইন, ইয়াবা, টেবলেট, ফেনসিডিল, গাজাসহ বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য পাচারে জড়িত।

১২.৪ টেকনাফ এলাকার হতদরিদ্র মহিলাদের অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালীরা বিভিন্ন ধরনের মাদক পাচারে লিপ্ত করে।

১২.৫ নাফ নদীর অপর তীরে মায়ানমার অঞ্চলে কোথাও কোথাও কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া আছে যা বাংলাদেশ অংশে নেই। সে কারনে মাদক চোরাচালানকারীরা মাদক পাচারে সুযোগ পাচ্ছে।

১২.৬ ভয়াবহ মাদক চোরাচালান রোধে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সহায়তা না থাকা, বিজিবি, কোষ্ট গার্ড, মাদক নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের যথাযথভাবে টহল প্রদানের পর্যাপ্ত লজিষ্টিক সাপোর্ট না থাকা।

১২.৭ রাজশাহীতে অবস্থিত পদ্মা নদীতে অবস্থিত সীমান্ত এলাকায় মাছ ধরার নাম বিভিন্ন নৌকা ও ট্রলার মাদক পাচারে লিপ্ত।

১২.৮ স্থানীয় প্রভাবশালীরা মাদক চোরাচালানীতে জড়িত থাকায় বিজিবির পক্ষে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য তলস্নাশী ও জব্দ করা সম্ভব হচ্ছেনা।

১২.৯ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাদকদ্রব্য পাঁচার রোধে বিশেষ করে পরিদর্শকদের বাস্তব জ্ঞানের অভাবসহ প্রশিক্ষণের অভাব।

১২.১০ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে চোরাচালান রোধে যথাযথ বরাদ্দের অভাব।

১৩.০ <u>সুপারিশ/মতামত</u> ঃ

১৩.১ কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ব্যাটালিয়ান-এ যে পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যেতে পারে। ওয়াটার ট্রিটমেন্ট পস্ন্যান্টের চারিদিকে দেয়াল নির্মাণ করে উহার নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৩.২ সরবরাহকৃত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট যন্ত্রটি যে দেশের তৈরি সে দেশের নাম "মেইড ইন" স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। উক্ত পস্ন্যান্টে কোন দেশের যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে আইএমইডিকে তা অবহিত করা যেতে পারে।

১৩.৩ পদ্মা নাফসহ সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত নদীতে যে সকল নৌকা মাছ ধরার নামে মাদক চোরাচালানে জড়িত তাদেরকে রেজিস্ট্রেশনের আওতায় আনা যেতে পারে। রাতে বিজিবি সদস্যদের টহল বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সে লক্ষ্যে আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ, প্রভাবশালীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ, সরকারের উচ্চ পর্যায়ের যথাযথ দিক নির্দেশনা এবং প্রয়োজনে কোন কোন সীমান্ত যেমন- নাফ নদীতে মায়ানমার সরকারের ন্যায় কাটা তারের বেড়া স্থাপন করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৩.৪ মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত পরিদর্শক ও সহায়ক কর্মকর্তা কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত ও কৌশলগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৩.৫ সীমান্ত চোরাচালান প্রতিরোধে আরোও কার্যকর পদক্ষেপসহ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৫টি বিওপি বিদ্যুতায়ন
সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন
(সমাপ্ত ঃ সেপ্টেম্বর, ২০১২)

১.০ প্রকল্পের নাম ঃ সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৫টি বিওপি বিদ্যুতায়ন

২.০ উদ্যোগী মন্ত্রণালয় ঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

৩.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্ত্মবায়নকাল		প্রকৃত বাস্ত্মবায়নকাল	অতিক্রান্ত্ম ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত্ম সময় (মূল বাস্ত্মবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মোট টাকা (প্রঃসাঃ)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৯২২.৬২ ২৯২২.৬২ (-)	২৯২২.৬২ ২৯২২.৬২ (-)	২৭৫৭.২০ ২৭৫৭.২০ (-)	জুলাই,১১ হতে জুন, ২০১২	জুলাই,১১ হতে সেপ্টেম্বর, ১২	জুলাই,১১ হতে সেপ্টেম্বর, ১২	-	৬ মাস (২৫%)

৫.০ প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের বাস্তবায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে) ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিভিন্ন অংগের নাম	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা (পিপি অনুযায়ী)		প্রকৃত বাস্ত্মবায়ন	
		আর্থিক	বাস্ত্মব	আর্থিক (%)	বাস্ত্মব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
01.	Preparation of DPP, Printing, Tender & Purchase of Stationary.	৩.০০	-	৩.০০	থোক (১০০%)
02.	Honorarium of TEC, PIC, Appointment Committee.	২.০০	-	২.০০	থোক (১০০%)
03.	Electrification of 165 Nos BOPs by Solar Power System	২৫৮৭.২০	১৬৫	২৫৮৭.২০	১৬৫ (১০০%)
04.	Construction of 1xRoom for installing solar power system.	১৬৫.০০	০১	১৬৫.০০	০১ (১০০%)
05.	Physical Contingency (2%)	৫৫.১৪	-	-	-
06.	Price Contingency (4%)	১১০.২৮	-	-	-
	Total=	২৯২২.৬২	-	২৭৫৭.২০	

৬.০ প্রকল্পের কাজ অসমাপ্ত থাকার কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

৭.০ সাধারণ পর্যবেক্ষণ ঃ

৭.১ প্রকল্পের পটভূমি ঃ

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দেশের সীমান্ত এলাকায় আইন শৃংঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ নারী ও শিশু পাচার, মাদক দ্রব্য চোরাচালান প্রভৃতি সমস্যা রয়েছে। অবৈধ্যভাবে পণ্য প্রবেশের কারণে দেশ প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব সমস্যা মোকাবেলার জন্য দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় মোট ৬৪৭টি বর্ডার আউট পোষ্ট (বিওপি)/ক্যাম্প রয়েছে। ৬৪৭টি বিওপি এর মধ্যে শুধুমাত্র ৩০৩টি বিওপিতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। পিডিবি ও পলস্নী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাধ্যমে এ বিদ্যুৎ পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যুৎ এর অভাবে অবশিষ্ট ৩৪৪টি বিওপি রাতের বেলা প্রশাসনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে না। বিদ্যুৎবিহীন ৩৪৪টি বিওপি এর মধ্যে ১৬৫টি বিওপি চর, হাওর, পার্বত্য ও অনগ্রসর এলাকায় অবস্থিত। এসব বিওপি'র প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

দেশের বিদ্যুৎ বিহীন দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন সীমান্ত অঞ্চলের যে সমস্ত জায়গায় পিডিবি বা পলস্নী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় আসেনি এবং বিদ্যুৎ চাহিদা প্রচলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে মিটানো সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে, সরকার দেশে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে। বিদ্যুৎ এর বিকল্প উৎস ও টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎবিহীন দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে ১৬৫টি সোলার প্যানেল স্থাপন করা হবে। এর মাধ্যমে ১৬৫টি বিওপিতে সার্বক্ষণিক ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সীমান্ত এলাকায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর প্রশাসনিক ও অপারেশনাল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৯২২.৬২ লক্ষ টাকা (জিওবি অনুদান) ও বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ জানুয়ারি, ২০১১ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

৭.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

* বিদ্যুৎ বিহীন দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে ১৬৫টি সোলার প্যানেল স্থাপন করা;
* বিজিবি এর ইলেকট্রনিক ও টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি চালু রাখা;
* বিজিবি এর কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৭.৩ **প্রকল্পের অনুমোদন অবস্থা** ঃ

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে "সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৫টি বিওপি বিদ্যুতায়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২২/০৩/২০১১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে ২৯২২.৬২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (সম্পূর্ণ জিওবি) জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। কিন্তু ২০১১-১২ অর্থ বছরে বর্ণিত প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি বিধায় প্রকল্পটির মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সেপ্টেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত (০৩) মাস বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৭.৪ **প্রকল্প ব্যবস্থাপনা** ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ রাইফেলস্ কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। নিম্নে বর্ণিত কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন ঃ

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম	কার্যকাল		মন্তব্য
		শুরূ	পর্যন্ত	
০১	লেঃ কর্ণেল মোঃ সিরাজুল হক	০১-০৭-২০১১	-	খন্ডকালীন

৮.০ **প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গ ও তার বাস্তবায়ন ঃ**

৮.১ **১৬৫ সোলার প্যানেল স্থাপন** ঃ বিদ্যুৎ বিহীন দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে ১৬৫টি সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়েছে।

৮.২ **যন্ত্রপাতি চালু রাখা ঃ** বিজিবি এর ইলেকট্রনিক ও টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি চালু রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

৯.০ **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ

গত ১৬/৮/২০১৩ ও ২৮/০৮/২০১৩ তারিখে আইএমইডি'র সংশিস্নষ্ট পরিচালক কর্তৃক "সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৫টি বিওপি বিদ্যুতায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের মৌলভীবাজার, সাতক্ষীরা, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুর জেলার স্থাপিত সোলার প্যানেল পরিদর্শন করা হয়।

৯.১ মৌলভীবাজার জেলা ঃ

মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় লাঠিটিলা বিওপিতে স্থাপিত সোলার প্যানেল স্থাপনা পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সোলার প্যানেল পস্ন্যান্ট-এ সোলার পেস্নট লাগানো হয়েছে তার মান সন্তোষজনক। তবে সোলার পস্ন্যান্টে স্থাপিত Inverter মেশিনটি সঠিকভাবে কাজ করছেনা। বিওপিতে কর্মরত সদস্যরা জানান যে, মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ইনভার্টার যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে ১ ঘন্টা দের ঘন্টা উহা বন্ধ থাকে। পরে পুনরায় উহা চালু হয়। আবার কখনও কিছু সময় বা কয়েক ঘন্টা চলার পর ঘন ঘন উহা বন্ধ হয়ে যায়। তখন সংশিস্নষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের টেকনিশিয়ানকে ডেকে উহা চালু করতে হয়। উক্ত টেকনিশিয়ান জানিয়েছেন যে, ওয়ারেন্টি প্রিয়ড পর্যন্ত তারা এটা মেরামত করবেন। তারা জানিয়েছেন যে, যে সকল ব্যাটারী স্থাপন করা হয়েছে তাও পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত চালু নাও থাকতে পারে। কারণ ঘন ঘন ইনভার্টার মেশিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারনে এটা প্রতীয়মান হয়।

৯.২ কুড়িগ্রাম জেলা ঃ

কুড়িগ্রাম জেলার মাদারগঞ্জ বিওপি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনাকলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের আওতায় সোলার প্যানেলে স্থাপিত ইনভার্টার মেশিনটি সঠিকভাবে অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছেনা। বিওপি বসবাসরত সদস্যরা জানান যে, ইনভার্টার মেশিনটি ঠিক ভাবে কাজ না করায় মাঝে মাঝে তাদেরকে অন্ধকারে থাকতে হয়। ফ্যান চালাতে অসুবিধা হয়। তাই উক্ত মেশিনটি যাতে স্থায়ীভাবে ঠিক হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা অনুরোধ জানায়। তবে সোলার পেস্নটগুলির মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়েছে।

৯.৩ সাতক্ষীরা জেলা ঃ

সাতক্ষীরা জেলায় শ্যামনগর থানায় অবস্থিত কৈখালী বিওপিতে স্থাপিত সোলার প্যানেলের ইনভার্টার মেশিনটিও ঠিকভাবে কাজ না করায় ফ্যান চালান, মোবাইল চার্জ, টিভি দেখায় তাদের সমস্যা হয়। জরম্নরী ভিত্তিতে উক্ত সমস্যা দূর করার জন্য নীল ডুমুর ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিং অফিসার জানিয়েছেন।

৯.৪ লালমনিরহাট ঃ

লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার ঝাউরানী জিওপিতে অবস্থিত সোলার প্যানেল পস্ন্যাটটি পরিদর্শন করা হয়। উক্ত বিওপিতে বসবাসরত সদস্যরা জানান যে, উক্ত বিওপিতে ইনভার্টার মেশিন মাঝে মাঝে অফ হয়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে তারা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। মোবাইল চার্জ ফ্যান চালানো ও টিভি দেখার সময় প্রায়ই বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তবে সোলার পেস্নটগুলির মান সন্তোষজন প্রতীয়মান হয়।

৯.৫ দিনাজপুর জেলা ঃ

দিনাজপুর জেলার দিনাজপুর ব্যাটালিয়নের আওতায় চান্দের হাট বিওপি পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনাকালে দেখা যায় যে, ১২টি পেস্নটের মধ্যে ৩টি পেস্নট ঝড়ে আমগাছের ডাল ভেঙ্গে পড়ায় মাঝখানে উহা ভেঙ্গে ছিদ্র হয়ে গেছে। উহা মেরামত করা হলে পুনরায় বিদ্যুৎ সংযোগের/উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যাবে। উক্ত পস্ন্যান্টেও ইনভার্টার মেশিনটি সময়ে সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। তবে যে সকল সোলার প্যানেলের উপরে বড় গাছের ডাল রয়েছে সেখানে এধরনের সোলার প্যানেল স্থাপন না করা অথবা বড় থাকলে তা কেটে এ পস্ন্যান্ট স্থাপন করা সমীচীন হবে।

৯.৬ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ঃ

সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে যে সকল এলাকায় বিওপিতে বিদ্যুতের লাইন নাই সেখানে তারা সঠিকভাবে দৈনন্দিন কার্য সুষ্ঠুভাবে এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছেন। পূর্বের তুলনায় বিওপি গুলিতে নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয়েছে। বিওপিতে অবস্থিত সদস্যদের শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করার মাধ্যমে দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন সম্ভব হচ্ছে। চোরাচালান প্রতিরোধ, নারী ও শিশু পাচার রোধ এবং মাদক দ্রব্যের বিস্তার রোধে বিওপির সদস্যগণ যথেষ্ট অবদান রেখে চলেছেন। ফেনসিডিল সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য আটক করে তা ধ্বংস করে দিচ্ছেন। কতিপয় স্থানে স্থানীয় মাদক ব্যবসায়ীরা বিওপি সদস্যদেরকে বিভিন সময় অপরিচিত মোবাইল ও চিরকুটের মাধ্যমে জীবন নাশের হুমকি দিচ্ছেন। এ বিষয়ে প্রশাসনের ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতা পেলে তারা মাদকের বিস্তার রোধে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে পরিদর্শনকারীকে জানিয়েছেন। তবে পরিদর্শনকালে জানা যায় যে, অনেক স্থানে বিওপি থেকে ১ থেকে দের কিলোমিটার দূরে পলস্নী বিদ্যুতের লাইন রয়েছে। কিন্তু সে সকল স্থানে এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরম্ন হয়নি। তবে যে সকল স্থানে ১কিঃ মিটার দূরে বিদ্যুৎ লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে সে সকল স্থানের বিওপিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সংযোগ প্রদান করে উক্ত সোলার প্যানেল যে বিওপিতে এই সুবিধা নেই সেখানে স্থানান্তর করা যেতে পারে। তবে বিজিবি'র সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে জানা যায় যে,

অধিকাংশ বিওপিতে ইনভার্টার মেশিনটি সঠিকভাবে কাজ করেছেনা। ওয়ারেন্টি প্রিয়ড পার হওয়ার পূর্বেই এ বিষয়ে সপস্নাইয়ের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ হতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৯.৭ **সোলার প্যানেল প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া** ঃ সৌর শক্তির মাধ্যমে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ১৬৫টি বিওপি বিদ্যুতায়নের কাজের ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রচলিত নিয়মকানুন অনুসরণপূর্বক এবং গুণগত মান বজায় রাখার নিমিত্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের লক্ষ্যে সরকারী সংস্থা Bangladesh Diesel Plant (BOP) Ltd. এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে মোতাবেক তারা উক্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও স্থাপন করেছেন।

১০.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য	অর্জন
বিদ্যুৎ বিহীন দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে ১৬৫টি সোলার প্যানেল স্থাপন করা; বিজিবি এর ইলেকট্রনিক ও টেলিকমিউনিকেশন যন্ত্রপাতি চালু রাখা; বিজিবি এর কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি করা।	বিজিবি সদস্যগণ বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপিত হওয়ায় ফ্যান ব্যবহার করতে পারছেন, মোবাইলে চার্জ ও টেলিভিশন (ডিশসহ) দেখতে/উপভোগ করছেন। বিদ্যুৎ বিহীন দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিজিবি সদস্যগণ আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করায় টহল কাজ জোরদার হয়েছে। ফলে এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

১২.০ সমস্যা ঃ

১২.১ প্রকল্পটির আওতায় স্থাপিত সোলার প্যানেল গুলিতে সরবরাহকৃত ইনভার্টার যন্ত্রটি সার্বিকভাবে অর্থাৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করতে না পারায় বিওপিতে অবস্থিত সৈনিকদের ফ্যান চালানো, মোবাইলে চার্জ প্রদান, টিভি দেখা, খাওয়া দাওয়া সহ বসবাসে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের মেকানিকগণ বার বার চেষ্টা করেও উহা সঠিকভাবে চালু করতে পারছেনা।

১২.২ যে সকল বিওপিতে সোলার প্যানেল এর উপরে বড় গাছাপালা রয়েছে সেখানে গাছের ডাল ভেঙ্গে পস্ন্যান্টের উপরে পরে তা নষ্ট হয়েছে।

১৩.০ সুপারিশ/মতামত ঃ

১৩.১ প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত সোলার প্যানেলে সরবরাহকৃত ইনভার্টার মেশিনটি (যন্ত্রটি) কি কারনে নিরবিচ্ছন্নভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ চালু রাখতে পারছেনা তার কারণ উদঘাটন/অনুসন্ধান পূর্বক সংশিস্নষ্ট মন্ত্রণালয় আইএমইডিকে সত্বর অবহিত করবে।

১৩.২ যে সকল স্থানে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হবে তার উপরে কোন বড় গাছের ডাল আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে বা উক্ত গাছের ডাল কেটে সোলার প্যানেল স্থাপন করা যেতে পারে যাতে স্থাপিত সোলার প্যানেল দিনাজপুরের চান্দের হাট এর মত ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

১৩.৩ যে সকল স্থানে বিওপির কাছাকাছি পলস্নী বিদ্যুৎ চলে এসেছে সেখানে বিওপিতে পলস্নী বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া যেত পারে এবং ঐ সকল বিওপিতে স্থাপিত সোলার প্যানেল সমূহ যে স্থানে এখনও সোলার প্যানেল স্থাপিত হয়নি সেখানে স্থানান্তর করা যেতে পারে।

১৩.৪ সীমান্ত অঞ্চলের কোন বিওপিতে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ না হয়ে থাকলে সে স্থানের বিওপিতে সোলার প্যানেল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।